মেহেরপুরে ইমামের বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

মেহেরপুর হোটেল বাজার জামে মসজিদের ইমাম রোকনুজ্জামানের বিরুদ্ধে জীবন বীমার নামে টাকা নেওয়া ও পাওনা টাকা ফেরত না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

এ ঘটনায় শনিবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন ভুক্তভোগী মাসুদ খান ও তার স্ত্রী মোছা. মুকুলা আক্তার।

মাসুদ খান বলেন, তিনি বিদেশে কর্মরত থাকাকালে ২০১৫ সালে রোকনুজ্জামান তার বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রী মোছা. মুকুলা আক্তার হাসিকে ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডে জীবন বীমা করার প্রস্তাব দেন। ১০ বছরে ৫ লাখ টাকা জমা করলে ১০ লাখ টাকা পাওয়া যাবে বলে তাকে জানানো হয়। একই সঙ্গে বীমা কোম্পানি টাকা দিতে কোনো তালবাহানা করলে তিনি নিজে সব টাকা ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দেন।

অভিযোগে আরও বলা হয়, ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে রোকনুজ্জামান প্রতি বছর ৫৫ হাজার ১৫০ টাকা করে নিয়ে মোট ৪ লাখ ৪১ হাজার ২০০ টাকা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে লাভসহ ৫ লাখ ৩৬ হাজার ৫৮০ টাকা পাওনা হয়েছে বলে দাবি করেন মাসুদ খান।

তিনি বলেন, পাওনা টাকা ফেরত চাইলে রোকনুজ্জামান বিভিন্নভাবে সময়ক্ষেপণ করতে থাকেন। গত ১১ জুলাই দুপুর ১২টার দিকে তার বাড়িতে গিয়ে টাকা চাইলে টাকা দেবেন না বলে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন।

রোকনুজ্জামান হোটেল বাজার জামে মসজিদের ইমাম হওয়ায় তার স্ত্রী সরল বিশ্বাসে জীবন বীমার জন্য টাকা দিয়েছিলেন। এখন ওই টাকা ফেরত না দিয়ে আত্মসাতের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

এ ঘটনায় রোকনুজ্জামানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে পাওনা টাকা উদ্ধারের দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী মাসুদ খান ও তার স্ত্রী মোছা. মুকুলা আক্তার।

মুজিবনগরে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধন

‘দেশব্যাপী ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান-২০২৬’ কর্মসূচি উপলক্ষে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রচার অভিযান, আলোচনা সভা ও সচেতনতামূলক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রথমে প্রচার-পূর্ব আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইউএনও রুপায়ন দেব।

সভায় নির্বাহী অফিসার বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উদ্বোধনের মাধ্যমে দেশব্যাপী ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান-২০২৬ কর্মসূচি শুরু হবে। এ উপলক্ষে সকাল ৯টায় ঝিকরগাছা উপজেলা পরিষদ কনফারেন্স রুমে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্প্রচারের আয়োজন করা হয়।প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধন শেষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা:আসাদুজ্জামান, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্য (তদন্ত) সেলিম রেজা, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুনসি ওমর ফারুক প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা মনিরুজ্জামানসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

অংশগ্রহণকারীরা ডেঙ্গু প্রতিরোধে জমে থাকা পানি অপসারণ, মশার প্রজননস্থল ধ্বংস এবং নিজ নিজ বাড়ি ও আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার আহ্বান জানান।

এ সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার রূপায়ণ দেব বলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে সম্মিলিতভাবে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি জনসচেতনতা ও সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণই সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

তাই প্রত্যেক নাগরিককে নিজ নিজ অবস্থান থেকে পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে ডেঙ্গুমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে এগিয়ে আসতে হবে।

পিএইচডি ডিগ্রি পেলেন জেলা ও দায়রা জজ মো. তাজুল ইসলাম

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের অধীনে পিএইচডি (ডক্টর অব ফিলোসফি) ডিগ্রি অর্জন করেছেন বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) মো. তাজুল ইসলাম। গত ১৩ আগস্ট ২০২৬ অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে এ ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

ড. মো. তাজুল ইসলামের গবেষণার বিষয় ছিল ‘বাংলাদেশে মান্ধাতা আমলের ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা: বিকল্পের সন্ধানে’। গবেষণাটির ইংরেজি শিরোনাম ‘Archaic Quandary of Criminal Justice System in Bangladesh: Quest for the Alternative’।

গবেষণায় বাংলাদেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত পুরোনো আইন ও বিচারিক প্রক্রিয়ার আধুনিকায়ন, মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি এবং বিদ্যমান ব্যবস্থার বিকল্প ও সংস্কারের বিভিন্ন দিক বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে ব্রিটিশ আমলে প্রণীত প্রায় দুই শতাব্দী পুরোনো আইনগুলোকে বর্তমান সময়ের বাস্তবতা ও আন্তর্জাতিক ‘বেস্ট প্র্যাকটিস’-এর সঙ্গে সমন্বয় করে সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে দেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় কাঙ্ক্ষিত সংস্কার আনার সম্ভাবনা গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণার মৌখিক পরীক্ষা (ভাইভা-ভোসে) দেশি-বিদেশি খ্যাতনামা

শিক্ষাবিদ ও গবেষকরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা গবেষণাকর্মটির বিষয়বস্তু, বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিকতার প্রশংসা করেন বলে জানা গেছে।

পিএইচডি অর্জনের প্রতিক্রিয়ায় ড. মো. তাজুল ইসলাম মহান আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। একই সঙ্গে তাঁর শিক্ষক, গবেষক দল ও পরিবারের সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ভবিষ্যতে গবেষণালব্ধ জ্ঞান দেশের কল্যাণ ও বিচারব্যবস্থার উন্নয়নে কাজে লাগানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তিনি।

বর্তমানে ড. মো. তাজুল ইসলাম মেহেরপুর শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনালে বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

১৯৮৪ সালের ৩১ জানুয়ারি সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার কুশোডাঙ্গা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ২০০০ সালে এসএসসি এবং ২০০২ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে ২০০৬ সালে এলএলবি (অনার্স) এবং ২০০৭ সালে এলএলএম ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড ক্রিমিনাল জাস্টিস বিভাগ থেকে মাস্টার্স এবং উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ থেকে বিশেষ ডিগ্রি অর্জন করেন।

তৃতীয় বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (বিজেএস) পরীক্ষায় প্রথমবারেই উত্তীর্ণ হয়ে ২০০৮ সালে সহকারী জজ হিসেবে খুলনা জেলা জজশিপে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর বিচারিক কর্মজীবন শুরু হয়।

পরবর্তী সময়ে পদোন্নতি পেয়ে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ঢাকায় এবং যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে ঠাকুরগাঁও, মেহেরপুর ও ঝিনাইদহ জেলা জজশিপে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা জজশিপে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।

বিচারিক দায়িত্ব পালনের বিভিন্ন পর্যায়ে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি ও মামলাজট কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য তিনি প্রশংসিত হয়েছেন। কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ২০২২ সালে ৫৫টি হত্যা মামলা নিষ্পত্তি করে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তিনি।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ‘[illegible]’, [illegible] ‘Juvenile Delinquency in Bangladesh: Identifying the Causes with Prevention and Rehabilitation’ [illegible] ‘[illegible]: [illegible]’–[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

# [redacted]

[redacted]

মূল্যায়নের জন্য ৫৬ জন করে পরীক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ শিক্ষক। তিনি আরও বলেন, পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোনো ফি নেওয়া হয়নি।

প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরীক্ষার্থীদের খাতার জন্য পরীক্ষার্থীপ্রতি চার টাকা করে দিয়ে একটি পরীক্ষা তহবিল গঠন করেছে। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ওই তহবিলের অর্থে খাতা ক্রয় করা হয়েছে। প্রশ্নপত্রসহ আনুষঙ্গিক ব্যয়ভার মেটানো হচ্ছে জেলা প্রশাসনের তহবিল থেকে।

সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে নিয়োগকৃত ট্যাগ অফিসার মাহবুবুল হক জানান, শান্তিপূর্ণ ও নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০২৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায় যশোর শিক্ষা বোর্ডে মেহেরপুর জেলার পাসের হার ছিল ৬২ দশমিক ৭০ শতাংশ, যা বোর্ডের ১০টি জেলার মধ্যে সর্বনিম্ন। তবে ২০২৬ সালে জেলাটি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে।

জিনিয়াস ল্যাবরেটরি বা সন্ধানীর মতো বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভালো ফল করলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারি ও সাধারণ বিদ্যালয়গুলোর দুর্বল ফলাফল এখনো জেলাটিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পিছিয়ে রাখছে।

রাজনীতি মানুষের জন্য, না মানুষ রাজনীতির জন্য?

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি মৌলিক সত্য হলো-রাষ্ট্র মানুষের জন্য। মানুষ রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে নিজের অধিকার, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য; রাষ্ট্র মানুষকে সৃষ্টি করেনি। জন লক মনে করতেন, মানুষ তার জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য রাষ্ট্র গঠন করেছে। রুশো রাষ্ট্রকে দেখেছেন সামাজিক চুক্তির ফল হিসেবে, যার বৈধতার উৎস জনগণ ।

আর আব্রাহাম লিংকনের বিখ্যাত উক্তি-“Government of the people,

by the people, for the people”-এই ধারণাকেই আরও সুদৃঢ় করে। তবে রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকেরও দায়িত্ব রয়েছে-আইন মানা, কর প্রদান, ভোটাধিকার প্রয়োগ এবং দেশের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখা।

কিন্তু অগ্রাধিকার সবসময় মানুষের, কারণ রাষ্ট্র একটি প্রতিষ্ঠান; মানুষই তার মালিক । আর সেই প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো রাজনীতি । তাই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ-রাজনীতি মানুষের জন্য, নাকি মানুষ রাজনীতির জন্য ?

গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল মানুষকে “Political Animal” বলেছিলেন। এর অর্থ, মানুষ সমাজবদ্ধ জীব; তাই ন্যায়বিচার, শাসন ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে রাজনীতির প্রয়োজন । রাজনীতির জন্ম মানুষের জীবনকে উন্নত করার জন্য, বিভক্ত করার জন্য নয় । কিন্তু বাস্তবতা হলো, অনেক ক্ষেত্রেই রাজনীতি মানুষের সেবার পরিবর্তে ক্ষমতার সিঁড়িতে পরিণত হয়েছে । বাংলাদেশের ইতিহাস ভিন্ন এক সত্যের সাক্ষী । ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ কিংবা ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলন-প্রতিটি সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল সাধারণ মানুষ । মানুষের অধিকার, মর্যাদা ও স্বাধীনতার দাবিই রাজনীতিকে অর্থবহ করেছে । অথচ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে দলীয় পরিচয় নাগরিক পরিচয়ের ওপর প্রাধান্য পেয়েছে ।

এই পরিবর্তনের একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আজও আমাকে ভাবায়। প্রায় এক যুগ আগে ডিএমপির এক থানায় ওসি হিসেবে কর্মরত এক বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলাম । এমন সময় তার বিয়ের দাওয়াতের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হলো । সে আমাদেরও সঙ্গে নিয়ে গেল ।

খাবারের টেবিলে বসার পর তিনি জানতে চাইলেন, “এটা কার বিয়ে?” উত্তর এলো-বিরোধী দলের এক সাবেক এমপির মেয়ের । মুহূর্তেই তার মুখের ভাব বদলে গেল । তিনি ধীর কণ্ঠে বললেন, “চলো, আর খাওয়া যাবে না । ঊর্ধ্বতনরা জানলে আমার পোস্টিং-প্রমোশন ঝুঁকিতে পড়বে ।” আরেকজন পরিচিত, যিনি একটি মহানগরের অতিরিক্ত কমিশনার ছিলেন, একদিন বলেছিলেন-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তার রুমমেট একই শহরে থাকলেও কখনো অফিসে ডাকার সাহস পাননি । কারণ, কেউ দেখে ভুল ব্যাখ্যা করলে পেশাগত সমস্যায় পড়তে হতে পারে ।

এই দুটি ঘটনা কেবল ব্যক্তিগত স্মৃতি নয়; বরং এমন এক বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি, যেখানে রাজনৈতিক বিভাজন সামাজিক সম্পর্ক, বন্ধুত্ব এবং নাগরিক আস্থাকেও প্রভাবিত করে । আন্তর্জাতিক সম্পর্কের

আলোচনায়ও আজ মানুষের গুরুত্ব বেড়েছে । এক সময় রাষ্ট্রই ছিল নিরাপত্তার একমাত্র কেন্দ্র ।

এখন “Human Security” ধারণা বলছে, নিরাপত্তা মানে শুধু সীমান্ত রক্ষা নয়; খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ ও মর্যাদা নিশ্চিত করাও নিরাপত্তার অংশ । অর্থাৎ আধুনিক বিশ্বও স্বীকার করছে-রাজনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য মানুষ । তবে এক্ষেত্রে দায় শুধু রাজনীতিবিদদের নয়; নাগরিকদেরও । যদি আমরা দলীয় আনুগত্যকে নাগরিক বিবেকের ওপরে স্থান দিই, যুক্তির বদলে অন্ধ সমর্থনকে উৎসাহিত করি, তবে রাজনীতি মানুষকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করবে ।

সুস্থ গণতন্ত্র গড়তে রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক সমাজের উচিত প্রশ্ন করার সংস্কৃতি, তথ্যভিত্তিক আলোচনা এবং জবাবদিহির চর্চা বাড়ানো । কারণ গণতন্ত্র শুধু ভোটের দিনের ঘটনা নয়; এটি প্রতিদিনের অংশগ্রহণ, সমালোচনা ও জবাবদিহির ধারাবাহিক প্রক্রিয়া ।

এই পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় শক্তি হতে পারে তরুণ প্রজন্ম। একসময় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী, ভদ্র ও গ্রহণযোগ্য শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকেই ছাত্রনেতৃত্ব তৈরি হতো । সেই ধারাবাহিকতায় স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে দক্ষ নেতৃত্ব গড়ে উঠত। আজ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, মেধার চেয়ে পেশীশক্তি বা আনুগত্য নেতৃত্ব নির্ধারণে বেশি প্রভাব ফেলছে । ফলে আদর্শভিত্তিক নেতৃত্বের সংকট তৈরি হচ্ছে এবং মানুষ রাজনীতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে । তরুণদের শুধু রাজনৈতিক কর্মী নয়, ভবিষ্যতের রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে ।

তাদের তথ্যভিত্তিক, দায়িত্বশীল ও নৈতিক রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরি । কারণ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যেমন দ্রুত মত প্রকাশের সুযোগ তৈরি করে, তেমনি বিভ্রান্তিকর তথ্য গণতন্ত্রকে দুর্বলও করতে পারে ।

শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটি আবার ফিরে আসে-রাজনীতি মানুষের জন্য, না মানুষ রাজনীতির জন্য? ইতিহাস, দর্শন এবং গণতন্ত্রের উত্তর একটাই-রাজনীতি মানুষের জন্য ।

মানুষের অধিকার রক্ষা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, বৈষম্য কমানো এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ সমাজ গড়াই রাজনীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য । রাজনীতি তখনই সফল, যখন কৃষক ন্যায্য মূল্য পান, শ্রমিক মর্যাদা নিয়ে কাজ করতে পারেন, শিক্ষার্থী স্বপ্ন দেখার

সাহস পায় এবং ভিন্নমত প্রকাশ করতেও ভয় লাগে না ।

কারণ রাষ্ট্রের প্রকৃত শক্তি ক্ষমতার চেয়ারে নয়, মানুষের আস্থায় । সুতরাং মানুষকে রাজনীতির জন্য নয়; রাজনীতিকে মানুষের জন্য ফিরিয়ে আনাই আজকের সময়ের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ।

লেখকঃ মাহবুবুর রহমান বকুল,
বিএসএস (সম্মান), রাষ্ট্রবিজ্ঞান
এলএল.এম.-বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি) মাস্টার্স-আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মেহেরপুরে পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপের ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলায় পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপের (পিএফজি) ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার ওভারট্রাম্প রেস্টুরেন্টে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এফসিডিও-এর অর্থায়নে ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের সহযোগিতায় আয়োজিত সভায় পিএফজির সম্মিলিত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা, স্ব-মূল্যায়ন এবং আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা ইমাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও পিস অ্যাম্বাসেডর মো. সিরাজ উদ্দীন। সঞ্চালনা করেন পিস অ্যাম্বাসেডর সাইয়েদাতুন নেসা নয়ন। সভায় মূল আলোচনা ও পিএফজির স্ব-মূল্যায়ন বিষয়টি উপস্থাপন করেন এরিয়া কোঅর্ডিনেটর এস. এম. রাজু জবেদ। পরে পিএফজি সদস্যদের অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে বর্তমানে পিএফজি কোন পর্যায়ে রয়েছে, এর অর্জন, সক্ষমতা, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ করণীয় চিহ্নিত করা হয়।

সভায় গত ত্রৈমাসিকের কার্যক্রম ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ

মেহেরপুর হাসপাতালের লিফট বিড়ম্বনা; কর্তৃপক্ষ উদাসীন

মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের নতুন ভবনের লিফটে আটকে পড়া আটজন রোগী ও স্বজনকে উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস।

ঘণ্টাব্যাপী চেষ্টা করে লিফটের লক ভেঙে তাদের উদ্ধার করা হয়। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের টিম লিডার ইদ্রিস আলী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

হাসপাতালে দফায় দফায় লিফট আটকে পড়ার ঘটনায় উদ্বিগ্ন রোগী ও তাদের স্বজনরা। লিফটে আটকে পড়া আটজনের মধ্যে কয়েকজন অক্সিজেনের ঘাটতির কারণে শ্বাসকষ্টে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

লিফটে আটকে থাকা জুগিন্দা গ্রামের শুভ জানান, ফার্মেসি থেকে রোগীর জন্য ওষুধ নিয়ে সাত তলায় যাচ্ছিলেন। এ সময় লিফটে তারা আটজন ছিলেন। চার তলায় পৌঁছালে লিফটটি আটকে গিয়ে দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ভেতর থেকে অনেক চেষ্টা করেও তারা দরজা খুলতে ব্যর্থ হন। পরে মোবাইল ফোনে নিচে থাকা লোকজনকে খবর দেওয়া হলে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম ঘটনাস্থলে আসে।

ফায়ার সার্ভিসের টিম প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টা করেও লিফটের দরজা খুলতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে লিফটের লক ভেঙে আটজনকে উদ্ধার করা হয়।

ফায়ার সার্ভিসের টিম লিডার ইদ্রিস আলী জানান, আটজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে লিফটের ভেতরে অক্সিজেনের ঘাটতি হওয়ায় কয়েকজন শ্বাসকষ্টে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

এ সময় আটকে থাকা লোকজন হাসপাতালের দায়িত্বে থাকা আনসার সদস্যদের ওপর হামলা করলে স্থানীয়রা পাল্টা হামলা চালায় বলে জানা গেছে। পরে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়।

সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবীর বলেন, হাসপাতালে রোগীর স্বজন ও স্থানীয়দের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পুলিশ সেখানে পৌঁছে পরিস্থিতি শান্ত করে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের নতুন ভবন কয়েক

মাস আগে উদ্বোধন করা হয়েছে। এরই মধ্যে এক মাসে তিনবার লিফট আটকে যাওয়ার ঘটনা ঘটলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এতে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন মেহেরপুরবাসী।

নতুন ভবন নির্মাণের সময় নিম্নমানের লিফটের সরঞ্জাম ব্যবহার করায় বারবার লিফট আটকে যাওয়ার অভিযোগ থাকলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এখনো কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) জাহিদুর রহমান জানান, কয়েকবার লিফট আটকে যাওয়ায় সবাই চিন্তিত। তবে আনসার সদস্যদের দিয়ে লিফট পরিচালনা করা হচ্ছে। যান্ত্রিক ত্রুটি থাকলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে মাছ ও সবজির বাজার চড়া

মেহেরপুরের বড় বাজারসহ জেলার বিভিন্ন বাজারে মাছ ও সবজির দাম বেড়েছে। বিশেষ করে মাছের বাজারে ২০০ টাকার নিচে কোনো মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। এতে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের ক্রেতাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার মেহেরপুর বড় বাজারসহ জেলার বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায়, খুচরা বাজারে পিয়াজ ৫০ টাকা,রসুন ১০০ টাকা,আলু ২৫ টাকা,গাজর ১৩৫-১৪০ টাকা, আদা ১৭০-১৮০ টাকা, টমেটো ১১৫-১২০ টাকা, বেগুন ৯০-১০০ টাকা, কাঁচা মরিচ ৬০-৬৫ টাকা এবং বরবটি ৬০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া শসা ৫৫-৬০, লাউ ৪৫-৫০, ওল ৪৫-৫০, ঝিঙে ৫০, মিষ্টি কুমড়া ৫০,লালশাক ৪০ টাকা, কাকরুল ৫০ এবং করলা ৩৫-৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হতে দেখা গেছে।

পাইকারি ও খুচরা বাজারের দামের তুলনায়ও বেশ কিছু পণ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান রয়েছে। পাইকারি বাজারে বেগুন ৭৫-৮০ টাকা, টমেটো ১০০-১০৫ টাকা, গাজর ১১৫-১২০ টাকা, আদা ১৫০-১৫৫ টাকা, কাঁচা মরিচ ৪৫-৫০ টাকা এবং বরবটি ৪৫-৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি

হচ্ছে।

বাজারে বেগুন, টমেটো, রসুন,গাজর, আদা ও বরবটির দাম তুলনামূলক বেশি বলে ক্রেতা-বিক্রেতারা জানিয়েছেন। তবে ব্যবসায়ীদের দাবি, বৃষ্টি ও সরবরাহ কমে যাওয়ার কারণে কয়েকটি সবজির দাম বেড়েছে।

সবজি ক্রেতা আনসারুল হক বলেন, “গত সপ্তাহের চেয়ে এই সপ্তাহে কিছু কিছু সবজির দাম একটু বেশি। আমরা নিম্ন আয়ের মানুষ। বাড়তি দামে সবজি কিনতে কষ্ট হচ্ছে। তবে কাঁচা মরিচের দাম স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে।”

সবজি ক্রেতা রাজু আহমেদ বলেন, “সবজি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস আমাদের সব সময়ই দরকার। দাম কমুক বা বাড়ুক, কিনতেই হবে। কিছু কিছু সবজির দাম ঠিক থাকলেও বেগুনসহ কয়েকটি সবজির দাম বেশি।”

ব্যবসায়ী জাব্বার হোসেন বলেন, “গত সপ্তাহের চেয়ে এ সপ্তাহে মালের দাম কিছুটা কম। তবে বেচাকেনাও কম। কয়েকটি জিনিসের দাম একটু বেশি হয়েছে। বর্ষায় ফুল-জালি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বেগুন, পটল ও মিষ্টি কুমড়ার দাম বেড়েছে। এছাড়া আলু, কাঁচা মরিচ, কচুসহ অনেক সবজির দাম স্বাভাবিকের মধ্যেই আছে।”

খুচরা সবজি বিক্রেতা মিজানুর রহমান বলেন, “আগে মালামালের দাম কম ছিল, তাই বিক্রিও বেশি হতো। এখন প্রায় সব মালামালের দাম আগের তুলনায় বেশি। আগে যে বেগুন ৫০-৬০ টাকায় বিক্রি করতাম, এখন তা ১০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করতে হচ্ছে। পটলও ৫০-৬০ টাকা দরে বিক্রি করতে হচ্ছে।”

ব্যবসায়ী কাউসার বলেন, “বৃষ্টির কারণে অনেক পণ্যের আমদানি কমে গেছে। এ কারণে কিছু পণ্যের দাম বেশি। বাজারে ক্রেতার আগমনও কম, ফলে খুচরা বেচাকেনা অনেক কমে গেছে। চাষিরাও সমস্যায় আছেন। যে পরিমাণ মাল হওয়ার কথা, তা হচ্ছে না। অনেক চাষি অল্প পরিমাণ পণ্য বাজারে নিয়ে আসছেন।”

সবজির পাশাপাশি মেহেরপুরের মাছের বাজারে চড়া দাম নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে বেশি অসন্তোষ দেখা গেছে। বাজারে তেলাপিয়া ও পাঙ্গাস মাছ প্রতি কেজি ২০০ টাকা, কাতলা ৩০০ টাকা, বাটা ১৯০-২০০ টাকা, কই ২১০-২২০ টাকা এবং জিউল মাছ ৩০০-৩৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

এছাড়া মাঝারি আকারের ইলিশ প্রতি কেজি প্রায় ৭০০ টাকা, চিংড়ি ৮০০

টাকা এবং গ্লাসকাপ মাছ ২৮০-৩০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হতে দেখা গেছে। পাইকারি বাজারে তেলাপিয়া ১৮০, পাঙ্গাস ১৭০, কাতলা ২৭০, বাটা ১৭০, কই ১৯০ এবং ইলিশ ৬৮০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাছ ব্যবসায়ী সুজল কুমার হালদার বলেন, “ইলিশ মাছসহ প্রায় সব মাছের দামই একটু বেশি। এখন খাল-বিলেও মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। এ সময়ে মাছ ধরার পরিমাণ কম থাকায় বাজারে আমদানিও কম। গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে কিছুটা দাম বেড়েছে। তবে বাজারে মাছের চাহিদা বেশি।”

আরেক মাছ ব্যবসায়ী সুনীল কুমার হালদার বলেন, “বাজারে মাছের আমদানি কম হওয়ায় দাম বেশি। চাহিদা অনুযায়ী মাছ পাওয়া গেলে দাম কমে যাবে বলে আশা করছি।”

মাছ ক্রেতা রফিকুল ইসলাম বলেন, “আগের তুলনায় সব ধরনের মাছের দামই বেশি। ইলিশসহ যেকোনো মাছ কিনতে বেশি টাকা লাগছে। বাজারে ঘুরে দেখা যাচ্ছে, কেজিপ্রতি ২০০ টাকার নিচে মাছ খুব কমই পাওয়া যাচ্ছে। মাছ সবারই প্রিয়, তাই দাম কিছুটা কমলে সাধারণ মানুষের জন্য সুবিধা হতো।”

বাজারে আটাশ চাল ৫৫ টাকা, লালসন্য চাল ৫০ টাকা এবং আটা ৪৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। মসুরি ডাল ১১০-১২০ টাকা, কলাই ডাল ১৭০ টাকা, মটর ডাল ৬৫ টাকা, সুলা ডাল ১১০ টাকা এবং চিনি ১১০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাংসের বাজারে গরুর মাংস প্রতি কেজি ৭৫০ টাকা, খাসির মাংস ১১০০ টাকা এবং ছাগির মাংস ৯০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে বয়লার মুরগি ১৭০-১৮০ টাকা, সোনালি ২৬০-২৮০ টাকা, লেয়ার ৩৪০-৩৫০ টাকা এবং দেশি মুরগি ৬৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া চিনিহাস ৪৫০ টাকা, পাতিহাঁস ৩৫০-৪০০ টাকা এবং রাজহাঁস ৪৫০-৫০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

তবে মুরগি ও হাঁসের বিক্রেতাদের দাবি, এসব পণ্যের দাম মোটামুটি স্বাভাবিক থাকলেও বাজারে ক্রেতার সংখ্যা কমে যাওয়ায় বেচাকেনা আগের তুলনায় কমেছে।

সার্বিকভাবে বাজারে কিছু পণ্যের দাম স্বাভাবিক থাকলেও মাছ, বেগুন, গাজর, আদা ও টমেটো সহ কয়েকটি সবজির বাড়তি দাম সাধারণ ক্রেতাদের ওপর চাপ তৈরি করছে। ক্রেতাদের দাবি, বাজারে পণ্যের

সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি পাইকারি ও খুচরা দামের ব্যবধানও নজরদারির আওতায় আনা প্রয়োজন।

আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নে অভিভাবক সমাবেশ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১টায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের সভাপতি মো. হাসিবুজ্জামান স্বপন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমঝুপি সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজার আব্দুল্লাহ আল মাসুম।

সমাবেশে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার অগ্রগতি, নিয়মিত উপস্থিতি, ঝরে পড়া রোধ এবং শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়ন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়।

এ সময় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. রুহুল আমিন স্বাগত বক্তব্য দেন। সহকারী প্রধান শিক্ষক মো. হাফিজুজ্জামানসহ সহকারী শিক্ষক মো. আবুল হাসান, মো. হাবিবুর রহমান, মো. রাফিউল ইসলাম, মো. বশির আহমেদ, মো. ফারাহ হোসেন লিটন, মো. তাসনিম জাহান তুষার, মো. গাজিউর রহমান, মো. রিপন, মো. ইব্রাহিম খলিল, মো. রুবেল হোসেন, মোছা. শাহানাজ খাতুন ও মোছা. নার্গিস চৌধুরী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

অভিভাবকদের মধ্যে বক্তব্য দেন মো. সাহাবুদ্দিন, মো. আশরাফ ও মোছা. খাদিজা খাতুন। এ সময় অভিভাবক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতির বক্তব্যে মো. হাসিবুজ্জামান স্বপন বলেন, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব।

গাংনীতে দর্জি প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতা আত্মসাতের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনীতে অসচ্ছল নারীদের স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত সরকারি দর্জি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে চরম অনিয়ম ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুনের বিরুদ্ধে ৩০ জন দুস্থ প্রশিক্ষণার্থীর মাসিক ভাতা ও প্রশিক্ষণের মালামাল ক্রয়ের বরাদ্দকৃত টাকা আত্মসাতের অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা।

উপজেলা মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৩১ আগস্ট বিকেলে সরেজমিনে গিয়ে জানা যায়, এপ্রিল থেকে জুন ২০২৬ মেয়াদে তিন মাসব্যাপী এই দর্জি প্রশিক্ষণে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ৩০ জন অসচ্ছল নারী অংশ নেন। নিয়ম অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতি মাসে ২ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়ার কথা।

কিন্তু ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, এপ্রিল মাসে পূর্ণ ভাতা পেলেও মে মাসে দেওয়া হয় মাত্র ১ হাজার ৭০০ টাকা। পরবর্তীতে জুন মাসের ভাতার টাকা উত্তোলন করা হলেও রেভিনিউ স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের কোনো টাকাই দেওয়া হয়নি।

ভোমরদহ গ্রামের প্রশিক্ষণার্থী ইতি খাতুন জানান, “জুন মাসের ভাতা দেওয়ার কথা বলে আমাদের দিয়ে স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু সরকারি তহবিল থেকে টাকা উঠিয়েও আমাদের এক টাকাও দেওয়া হয়নি।”

একই অভিযোগ করেছেন শিশিরপাড়া গ্রামের চামেলী ও জেসমিন খাতুন

এবং গাড়াডোব গ্রামের ছকিনা ও জেসমিন খাতুন।

ভুক্তভোগীদের আশঙ্কা, ভাতার টাকা কম দেওয়ার পাশাপাশি জাল স্বাক্ষর তৈরি করে অতিরিক্ত টাকাও আত্মসাৎ করা হয়ে থাকতে পারে। শুধু ভাতা আত্মসাতের অভিযোগই নয়, প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্দকৃত সরকারি মালামাল নিয়েও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। নীতিমালার তোয়াক্কা না করে প্রশিক্ষণার্থীদের সিট কাপড়, কাঁচি, সুতা, মেজারমেন্ট টেপ ও স্কেলসহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিজ খরচে বাড়ি থেকে কিনে আনতে বাধ্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তারা।

এ ছাড়া অভিযুক্ত কর্মকর্তা মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ে অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকায় সেখানেও একই ধরনের অনিয়ম হয়ে থাকতে পারে বলে স্থানীয়দের সন্দেহ।

এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে অভিযুক্ত গাংনী উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুন সাংবাদিকদের ওপর ক্ষিপ্ত হন। জুন মাসের সরকারি টাকা উত্তোলনের বিষয়টি স্বীকার করে তিনি দাবি করেন, “২ আগস্ট নির্দেশনা এসেছে টাকাগুলো না দেওয়ার জন্য।”

তবে সরকারি অর্থ উত্তোলন করে এক মাসেরও বেশি সময় নিজের কাছে রাখার কারণ ও বাজেটের বিস্তারিত তথ্য দিতে তিনি অস্বীকৃতি জানান এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন।

অভিযোগের বিষয়ে গাংনী উপজেলার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাবিদ হোসেন বলেন, বিষয়টি সম্পর্কে তিনি সদ্য অবগত হয়েছেন এবং ঘটনাটি দ্রুত খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় এ বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, সরকারি প্রকল্পে কোনো ধরনের দুর্নীতি বা অনিয়ম সহ্য করা হবে না। প্রাথমিক তদন্তে দোষ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি বিধি অনুযায়ী কঠোর বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দুস্থ নারীদের সহায়তায় বাস্তবায়িত এই প্রকল্পে অনিয়মের সুষ্ঠু তদন্ত এবং আত্মসাৎকৃত ভাতা অবিলম্বে ফেরতের জোর দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী নারীরা।